অষ্টসিদ্ধি

অষ্টসিদ্ধি হলো আটটি অলৌকিক শক্তি যা শরীর, মন এবং পরিবেশের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এগুলো হলো: অণিমা, মহিমা, গরিমা-লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ইশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িতা। এই সিদ্ধিগুলো যোগ সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে এবং এর উল্লেখ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়।

অষ্টসিদ্ধিগুলো হলো: -----

1. অণিমা: অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকার ধারণ করার ক্ষমতা।
2. মহিমা: অত্যন্ত বৃহৎ আকার ধারণ করার ক্ষমতা।
3. লঘিমা-গরিমা: অত্যন্ত হালকা হওয়ার ক্ষমতা-অত্যন্ত ভারী বা বিশাল হওয়ার ক্ষমতা।
4. প্রাপ্তি: যেকোনো স্থানে দ্রুত পৌঁছানোর ক্ষমতা বা যেকোনো কিছু লাভ করার ক্ষমতা।
5. প্রাকাম্য: যেকোনো ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা।
6. ইশিত্ব (বা ঈশিত্ব): প্রভুত্ব বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।
7. বশিত্ব: অন্যকে বশীভূত করার ক্ষমতা।
8. কামাবসায়িতা: যেকোনো কিছুর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা।

অষ্টসিদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি:---(নিজের মনকে একাগ্র করা প্রয়োজন)

1. যোগ ও ধ্যান: যোগাভ্যাস ও ধ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা যায়।
2. মন্ত্র জপ: নির্দিষ্ট মন্ত্রের জপ বা সাধনার মাধ্যমে অলৌকিক শক্তি অর্জন করা যেতে পারে।
3. তপস্যা: কঠোর তপস্যার মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ সম্ভব।
4. ভেষজ: ভেষজ মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ সম্ভব।

অষ্টসিদ্ধি হল এমন এক প্রকার আধ্যাত্মিক, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক মহাজাগতিক শক্তি যা কোন সাধক ধ্যান এবং যোগের মাধ্যমে অর্জন করেন। অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ করে কোন ব্যক্তি মহাজাগতিক শক্তির অধিকারী হন। অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধি হলো এমন এক শক্তি যা যোগীরা কঠোর তপস্যার পরে অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই অষ্টসিদ্ধি অর্জনে প্রথমে সদগুরুর আশ্রিত হতে হয় এবং নিজেকে শুদ্ধ, সূচী, একনিষ্ঠ, তপপ্রকোর ও অনাহারী হিসেবে তৈরী করতে হয়। যে যেই গুরুর আশ্রিত হয় তদ্বপর সেই শিষ্য একটি শুভদিনে দীক্ষা গ্রহন করে নিজের স্থান গুরুর কাছে পাকাপোক্ত বা শক্ত করে গুরুকে এই বিশ্বাস দেখাতে হবে যে, হ্যাঁ আমি পারবো আর আমিই উক্ত তপের জন্য পারদর্শী। যখন পরমাধ্য গুরুদেব বুঝতে পারবেন যে, তাঁর শিষ্য তপস্যার জন্য প্রস্তুত; তখনই তিনি যোগাসন পদ্ধতি ও ধ্যান প্রণালীর প্রস্তুতি সম্বন্ধে শিষ্যকে অভ্যাস শুরু করাবে। তখন অভ্যাস যখন নীতি ও ভক্তিতে রূপান্তর হয় তখন যোগী একটি নীরব স্থান সন্ধান করে নিজের কার্যসিদ্ধি পূরণের লক্ষ্যে। অতঃপর যোগী নিজের যোগ অভ্যাস শুরু করে, এই যোগ তপস্যা অনেকের কাছে পাঁচবছর, অনেকের কাছে সাতবছর, অনেকের কাছে দশবছর বা তারও বেশি সময় লেগে যায়। তপস্যা ধ্যান পূর্ণ হয় যোগীর দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা, ধ্যানস্থ সমাধির তেজোদীপ্তের উপর নির্ভর করে। যখন যোগী

অষ্টসিদ্ধি অর্জনে পারদর্শী হয়. তখন তিনি মহাযোগীর স্থান অর্জন করে। তখন ঐ মহাযোগী নিজের চাহিদা অনুসারে নিজের তপোবল বাড়াতে চাইলেও পারে এবং নিজেকে সৃষ্টির মহা এক উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই সিদ্ধি অর্জন করে একজন যোগী তা ধর্ম ও মানব কল্যাণে ব্যয় করে। এতে ঐ যোগীর অষ্টসিদ্ধি শক্তি আরো প্রকটতর হয় এবং ঐ যোগীর পূর্ণগুণ সাধনা তীব্র আকার ধারণ করে। তখন একজন যোগী অষ্টসিদ্ধির পরবর্তী স্তরে নিজেকে রূপান্তর করে ।

পতঞ্জলির মতে, জন্মগতভাবে বা মন্ত্র জপ, ভেষজ, তপস্যা এবং গভীর একাগ্রতার মাধ্যমেও এই সিদ্ধি লাভ করা যায়।

যোগশাস্ত্রে অষ্টসিদ্ধিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি ধাপ হিসেবে দেখা হয়। এই শক্তিগুলো মন ও শরীরের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জনের প্রতীক, তবে যোগের পথে এটি একটি বাধা হতে পারে যদি কেউ এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।

Published on: Nov, 04 2025 14:37